সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ এবং জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এর আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৫০৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৪৮৭.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। যার বিপরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২৩.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৩.০১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বেসরকারি খাতে মোট ৬৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৩৮,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৭,৩২৬.৫২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.২৩ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ১৭,০০০.০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ১৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৫২.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.৫৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষিব্যবস্থা 'জীবন নির্বাহী' কৃষি থেকে 'বাণিজ্যিক কৃষি' তে রূপান্তরিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান ও আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। বিবিএস'র তথ্যমতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১১.৬২ শতাংশ এবং কৃষি সেক্টরে প্রায় ৪৬ শতাংশ শ্রমশক্তি নিয়োজিত আছে। একটি টেকসই কৃষিখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃষির সম্ভাবনাময় সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ দানাদার শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপদতা, টেকসই উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কৃষিপণ্যের প্রচার ও বিপণনের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাট উৎপাদন, রপ্তানি ও পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণের জন্য পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশে উৎপাদিত আঁশ তুলাকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৫০৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২৭.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৬৫.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২২৬.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১০.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৭৩.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৭.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*	২০২৪-২৫
আউশ	২১.৩৪	২৭.০৯	২৯.২০	৩০.১২	৩২.৮৫	৩২.৪৫	২৯.০১	২৯.৭২	২৭.৯৩
আমন	১৩৬.৫৬	১৩৯.৯৪	১৪০.৫৫	১৫৫.০২	১৪৪.৩৮	১৪৯.৫৮	১৫৪.৩৩	১৬৬.৫৬	১৬৫.১৫
বোরো	১৮০.১৬	১৯৫.৭৬	২০৩.৮৯	২০১.৮১	১৯৮.৮৫	২০৯.৭৭	২০৭.৬৭	২১০.৬৮	২২৬.০৮
মোট চাল	**৩৩৮.০৬**	**৩৬২.৭৯**	**৩৭৩.৬৩**	**৩৮৬.৯৫**	**৩৭৬.০৭**	**৩৯১.৮০**	**৩৯১.০২**	**৪০৬.৯৬**	**৪১৯.১৬**
গম	১৩.১২	১১.৫৩	১১.৪৮	১২.৪৬	১০.৮৫	১০.৮৬	১১.৭১	১১.৭২	১০.৪১
ভুট্টা	৩৫.৭৮	৩৮.৯৩	৪৬.৯৯	৫৪.০২	৫৬.৬৩	৫৬.৩০	৬৪.৩২	৬৮.৮৪	৭৩.৯৭
মোট	**৩৮৬.৯৬**	**৪১৩.২৫**	**৪৩২.১১**	**৪৫৩.৪৪**	**৪৪৩.৫৬**	**৪৫৮.৯৬**	**৪৬৭.০৪**	**৪৮৭.৫২**	**৫০৩.৫৪**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই),কৃষি মন্ত্রণালয়। [নোট: বোরো এবং ভুট্টার উৎপাদন ডিএই হতে প্রাপ্ত] *সংশোধিত।

লেখচিত্র: ৭.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

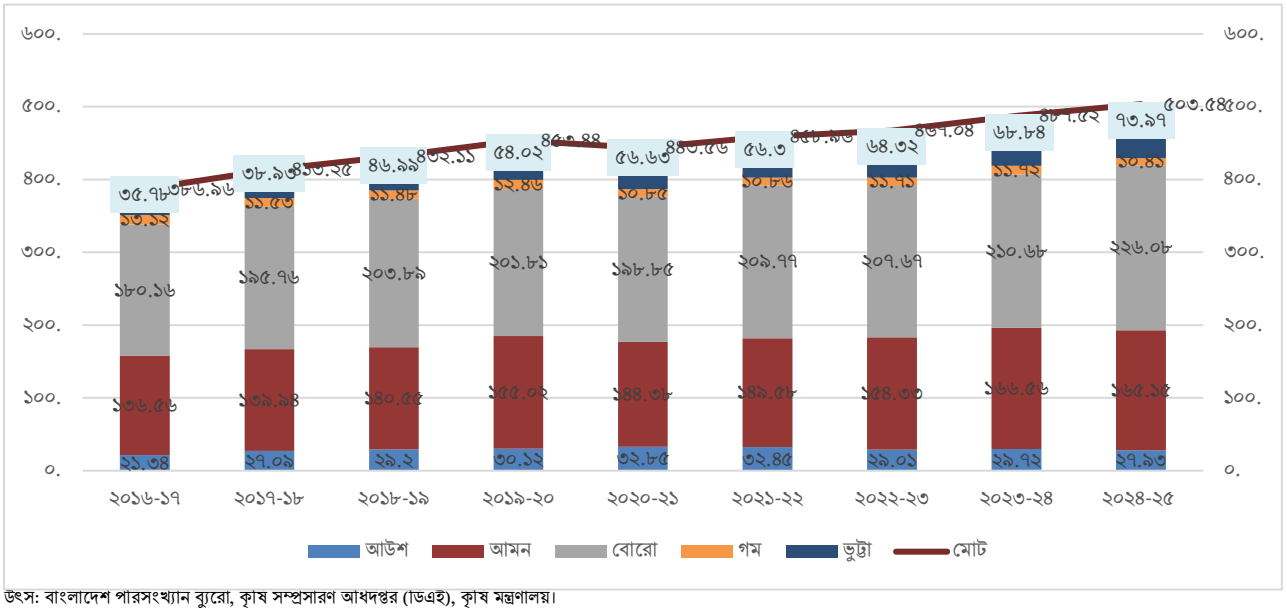

উৎস: বাংলাদেশ পারসংখ্যান ব্যুরো, কৃষ সম্প্রসারণ আধদপ্তর (ডিএই), কৃষ মন্ত্রণালয়।
[নোট: বোরো এবং ভুট্টার উৎপাদন ডিএই হতে প্রাপ্ত]

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধু বোরো ও আমন ফসল থেকে ২১.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৯.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ০.১ লক্ষ মেট্রিক টন)। যার বিপরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২৩.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকৃত খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩.০১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৮.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৪.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং বেসরকারি খাতে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ৬৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৬.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৫৬.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। ফলে সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরে দেশে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৭৬.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৬১.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা (Monetised) আকারে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই.) ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ত্রাণমূলক (Non-Monetised) খাতে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাচুইসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ৩৪.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ২২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১০.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৪.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৩.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন (আর্থিক খাতে ২৩.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ৯.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন; যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ২২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যের ভেজাল রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, রেস্তোরাঁর গ্রেডিং ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। খাদ্য পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মোবাইল ও মিনি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ের ৮টি মোবাইল ল্যাবে ৯,৪২১টি ও ৪৮ জেলায় স্থাপিত মিনি ল্যাবে ৬,৫৭৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় যা মূলতঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শুরু হয়েছে। ১৫,৯৬৯টি খাদ্যস্থাপনায় নিয়মিত মনিটরিং হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪০.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে ৯৯১টি প্রতিষ্ঠানকে মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রেডিং প্রদান করা হয়, যা গত বছরের তুলনায় ৮১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যস্থাপনায় অসঙ্গতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১৫০টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৫৩টি মামলা দায়ের ও ১০৪.০০ লাখ টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়। একই সময় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে ১০১টি মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে ২৮২টি মামলা চলমান রয়েছে। সর্বসাধারণের জন্য খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে টেলিভিশন বিজ্ঞাপন (টিভিসি), লিফলেট, পোস্টার, উঠান বৈঠক, বিদ্যালয়ে সেমিনার, জনসংযোগ বিজ্ঞপ্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। রপ্তানি চ্যানেলে ১৭ প্রতিষ্ঠানকে ৬৭টি স্বাস্থ্যসনদ প্রদান করে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে রপ্তানি কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করা হয়। এছাড়াও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৬৩টি সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে ৫৬,৪১৭ শিক্ষার্থীকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

বিভিন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ চাহিদা অনুযায়ী সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ৩৪টি বীজ উৎপাদন খামার ও ৯২টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় ১,০১,১৩৪ জন চাষির মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, এ সংস্থা ১০টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন শাক সবজি, ফল ও ঔষধি গাছের চারা, গুটি, কলম, ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন ও ১.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ইতোমধ্যে ১.৪৩ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে ও প্রায় ১.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪২৩.৪৯ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার সবজি, ফল, মসলা, নারিকেল, সুপারির চারা, গুটি ও কলম বিতরণ করা হয়েছে।

বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ সারণি ৭.২-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.২: বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০২১-২২		২০২২-২৩		২০২৩-২৪		২০২৪-২৫	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ
ধান বীজ	৯৪৯৭৯	৯৩২১০	১০০৯২২	৯৭৬৮১	৯৭০৪৬	১০২১২১	৭৯০০২	৯৬৫৩৩
গম বীজ	১৫৮০১	১৬৩০৩	১৯৮৮০	১৫৮০১	২০৬২৫	১৯৭৯৮	১৪৭৭২	১২৮৭৮
ভুট্টা বীজ	৫৬	৩৯	৫১	২৯০	২০	৩৮৭	৩	২২৭
আলু বীজ	৩৩৩৫২	৩৩৮৫১	৩৭৫০১	৩২২৩৫	৩৭৭০২	৩৪৮৯৬	৪৫০০৭	৩৩৪০৪
পাট বীজ	১৩০১	৯১১	৮৯২	১১৯৯	১৩৩৩	১২৮৭	১০৫২	৭৮৯
ডাল বীজ	১৯২০	১৮৫৬	১৯২৮	১৬১৯	১৭২১	১৭৮০	১৯৮৩	১৬৭৬
তৈল বীজ	১৪৯৯	১৪৭৯	২৯৬৮	২৩৯৬	২৮০০	২৩৯৫	১৪৭০	২৬০৫
সবজি বীজ	১২০	১১২	১১০	৬৮	৭৭	১১৪	৩৮	৬৯
মসলা বীজ	২৮৫	৩৫৫	৩৯৫	৩১৮	৩৮৯	২৭৩	১১৪	৩৩৭
সর্বমোট	**১৪৯৩১৩**	**১৪৮১১৬**	**১৬৪৬৪৭**	**১৫১৬০৭**	**১৬১৭১৩**	**১৬৩০৫১**	**১৪৩৪৪১**	**১৪৮৫১৮**

উৎস: বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ সকল উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য সুষম সার ব্যবহার অপরিহার্য। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৬৭.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৬.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩ এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.৩: কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	২০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	০.০০	৪৯০৬.৭৭
২০১৭-১৮	২৪২৭.৪৬	৭০৬.৬২	৬৮৯.৯০	০	৫০.০০	৭৮৯.৪৭	১০.০০	২৫০.০০	৮০.০০	৯০.০০	৫০৯৩.৪৫
২০১৮-১৯	২৫৯৪.০০	৭৮১.০০	৭৬৩.০০	০	৫০.০০	৭২৪.০০	১০.০০	২৮৫.০০	৯৫.০০	১২০.০০	৫৪২২.০০
২০১৯-২০	২৫০৫.০০	৬৬০.০০	৯৫৩.০০	০	৪২.০০	৭১৫.০০	৬.০০	৩৬০.০০	১১৫.০০	১০১.০০	৫৪৫৭.০০
২০২০-২১	২৪৬৩.০০	৫২৩.০০	১৪২৪.০০	০	৪০.০০	৭৯৮.০০	৪.০০	৫৫০.০০	১৪১.০০	১৩০.০০	৬০৭৩.০০
২০২১-২২	২৬৬১.০০	৭৩৬.০০	১৬৮৫.০০	০	৩০.৪৪	৮৯০.০০	৩.০৪	৫৩৯.৬৪	১৩৮.০০	১৪২.১৫	৬৮২৫.৫৫
২০২২-২৩	২২৮৬.০০	৬৭৪.০০	১৪২৭.০০	০	২১.৭৭	৮২৬.০০	২.৫৬	৪৫৫.৯০	৯৯.৬৪	১২০.৪৪	৫৯১৩.৩১
২০২৩-২৪	২৬২৩.০০	৭০৬.০০	১৪৯৪.০০	০	৩০.০০	৯৪৩.০০	২.৫০	৫৫০.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	৬৬২৮.৫০
২০২৪-২৫	২৬৯৭.১৪	৭৫১.৯৪	১৫০৭.৩২	০	২৫.৮৫	৯৮৬.৪৩	২.০১	৫০০.৭৮	১৪০.৯৫	১৩৪.২৭	৬৭৪৬.৬৯

সূত্র: এফএফএম, কৃষি মন্ত্রণালয় ।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দক্ষ ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিঁরিবাঁধ নির্মাণ এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প ও ডাগওয়েল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএডিসি ৮টি সেচ প্রকল্প এবং ৩টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল সেচ প্রকল্প এবং কর্মসূচির মাধ্যমে বিএডিসি ২২,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণসহ ৬৮৮.৫৫ কি. মি. খাল পুনঃখনন, ১২৩০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ১৫০টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ৭৮টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, ৩৪টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ২৫ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ, ৪২টি পুকুর খনন এবং ৮০০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলাসমূহে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএমডিএ কর্তৃক সেচ কাজে ১৫,৫৬০টি গভীর নলকূপ এবং ৯৯১টি এলএলপি ব্যবহার করে প্রায় ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। বিএমডিএ কর্তৃক ৪,৩১৩টি পুকুর, ১৬টি দীঘি, ৬টি বিল ও ২,৬৪৯.৮২ কি.মি. খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৮০০টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে প্রায় ১.৩৭৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৫.৫৪ লক্ষ হেক্টর, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭.৯০ লক্ষ হেক্টরে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ সারণি ৭.৪ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৭.৪: সেচকৃত জমির পরিমাণ

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
এলএলপি ও অন্যান্য	১২.২০	১২.৪৯	১২.৬৯	১২.৮৭	১৩.১০	১৩.২৮	১৩.৫৩	১৩.৬৯
গভীর নলকূপ	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮৪	১০.৮৫	১০.৩৮	১০.৪৬	১০.৪৮	১০.৫০
অগভীর নলকূপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	২৯.৮১	২৯.৯৪	৩০.০১	৩০.৬০	৩০.৭০	৩০.৮১	৩০.৮৩	৩০.৮৬
অন্যান্য	২.৮১	২.৬৮	২.৭৩	২.৭৬	২.৭১	২.৯৩	২.৮৫	২.৮৫
মোট সেচ	**৫৫.৫৪**	**৫৫.৮৭**	**৫৬.২৭**	**৫৬.৫৪**	**৫৬.৮৯**	**৫৭.৪৮**	**৫৭.৬৯**	**৫৭.৯০**

উৎস: বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পাট উৎপাদন

দেশের প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পাট উৎপাদন, পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাট ও পাটজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসার সাথে জড়িত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটের চাহিদা এবং বাজারমূল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিদা এবং বাজারমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের সনাতন পণ্য যেমন: পাটের চট, বস্তা, দড়ি ইত্যাদির পাশাপাশি আধুনিক পণ্য যেমন: পাটের ফেব্রিক্স, পাট উল, কম্বল, জায়নামাজ, কার্পেট, কাগজ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, অগ্নিরোধী পাট আঁশ/কাপড়, পচনরোধী নার্সারি পট, জুট-জিও টেক্সটাইল ইত্যাদি উৎপাদনে দেশে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ির ইন্টেরিয়র বডি প্রস্তুতিতে পাট ব্যবহার করছে। এ জন্য পাটের কৃষি গবেষণার পাশাপাশি শিল্প গবেষণাও বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে ৬.৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

কৃষি ঋণ

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে ৫৮টি তফসিলি ব্যাংক এর মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করার জন্য বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা

হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৩৭,১৫৩.৯০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৬.১৫ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৩৮,০০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ৩৭,৩২৬.৫২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.২৩ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলো:

সারণি ৭.৫: বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪১.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮	২০৪০০.০০	২১৩৯৩.৫৫	২১৫০৩.১২	৪০৬০১.১১
২০১৮-১৯	২১৮০০.০০	২৩৬১৬.২৫	২৩৭৩৪.৩২	৪২৯৭৪.২৯
২০১৯-২০	২৪১২৪.০০	২২৭৪৯.০৩	২১২৪৫.২৪	৪৫৫৯২.৮৬
২০২০-২১	২৬২৯২.০০	২৫৫১১.৩৫	২৭১২৩.৯০	৪৫৯৩৯.৮০
২০২১-২২	২৮৩৯১.০০	২৮৮৩৪.২১	২৭৪৬৩.৪১	৪৯৮০২.২৮
২০২২-২৩	৩০৮১১.০০	৩২৮২৯.৮৯	৩৩০১০.০৯	৫২৭০৪.৪৫
২০২৩-২৪	৩৫০০০.০০	৩৭১৫৩.৯০	৩৫৫৭১.৬২	৫৮১১৯.৫৯
২০২৪-২৫	৩৮০০০.০০	৩৭,৩২৬.৫২	৩৮০২৪.৫০	৬০২৩২.৪২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/কর্মসূচি

ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেচ ও ফসল উপখাতে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

ইলিশ সম্পদের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনা, জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যার মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি। পাশাপাশি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মৎস্য খাতে গৃহীত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৫২.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০২২)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)র 'The State of World Fisheries and Aquaculture 2024' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ২য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম অবস্থানে রয়েছে। সারণি ৭.৬ ও লেখচিত্র ৭.২ এ ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫*
১. অভ্যন্তরীণ:							
(ক) মুক্ত জলাশয়							
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	৩.৩২	৩.৩৭	৩.৪৩	৩.৮৯	৪.০০	৪.০৩
সুন্দরবন	১.৭৮	০.২১	০.২২	০.২৪	০.২৬	০.২৮	০.২৯
বিল	১.১৪	১.০৩	১.০৩	১.০৬	১.০৯	১.১০	১.১১
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.১৩	০.১৩	০.১৮	০.১৭	০.১৯	০.১৯
প্লাবনভূমি	২৬.৪৬	৭.৮২	৭.৭৯	৮.৩১	৮.৪৩	৮.৫২	৮.৭৫
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৩৮.৬২**	**১২.৩৬**	**১২.৪৮**	**১৩.২২**	**১৩.৮৪**	**১৪.১১**	**১৪.৩৭**
(খ) চাষকৃত							
পুকুর	৪.২৪	১৯.৭৫	২০.৪৬	২১.৬৭	২২.৭৩	২৩.৬৯	২৫.১৬
মৌসুমি জলাশয়	১.৪৮	০.১০	২.২৬	২.৩২	২.৩২	২.৪৭	২.৩৯
বাঁওড়	০.০৬	০.০৮	০.১১	০.১২	০.১২	০.১৩	.১৩
চিংড়ি খামার	২.৬২	২.৫৮	২.৭০	২.৮৭	৩.০১	৩.১৫	৩.৩১
পেন কালচার	০.০৯	০.১২	০.১৩	০.১৫	০.১৬	০.১৮	.১৭
কেজ কালচার	০.৯৩	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫
কাঁকড়া	০.১৬	০.১২	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১১	.১৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৮.৬৭**	**২৪.৮৮**	**২৫.৮৪**	**২৭.৩১**	**২৮.৫২**	**২৯.৭৮**	**৩১.৩৪**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.২৮**	**৩৬.২২**	**৩৮.৩২**	**৪০.৫৩**	**৪২.৩৬**	**৪৩.৮৯**	**৪৬.০০**
২. **সামুদ্রিক:**							
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল	-	১.২	১.১৫	১.৩৭	১.৪৬	১.১৪	১.৫০
(খ) আর্টিসেন্যাল	-	৫.৩৫	৫.৫৬	৫.৬৯	৫.৩৩	৫.১৪	৫.৩৪
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৬.৫৫**	**৬.৭১**	**৭.০৬**	**৬.৭৯**	**৬.২৮**	**৬.৮৪**
সর্বমোট	**৪৭.২৮**	**৪৩.৮৪**	**৪৫.০৩**	**৪৭.৫৯**	**৪৯.১৫**	**৫০.১৮**	**৫২.৫৫**

উৎস: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।*প্রক্ষেপিত

লেখচিত্র ৭.২: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

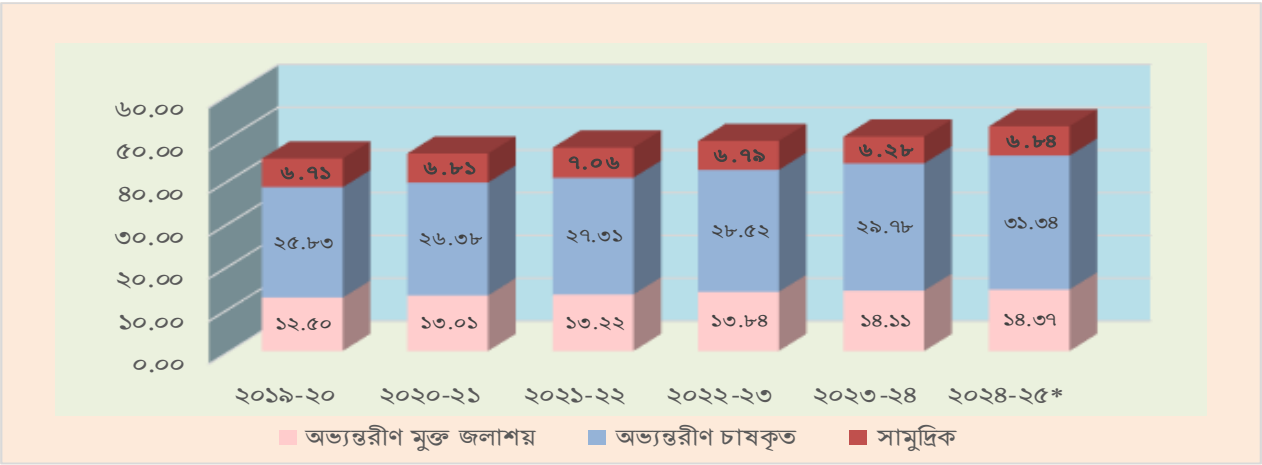

উৎস: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।*প্রক্ষেপিত

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

বর্তমানে মৎস্যচাষে মোট চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করছে হ্যাচারি উৎপাদিত রেনু/পোনা। অপরিকল্পিত সংকরায়ণ, নেগেটিভ সিলেকশন, অপ্রাপ্ত মাছ ব্রুড হিসেবে ব্যবহার ও অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা প্রতিপালন করে গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পোনার চাহিদা পূরণে বর্তমানে দেশে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ১১৯০টি খামার পরিচালিত হচ্ছে।

জাটকা রক্ষা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ কর্মসূচি

মৎস্য খাতে একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মাছ এবং ভৌগলিক নির্দেশক স্বীকৃত পণ্য। ইলিশ সংরক্ষণে সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ফলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৫.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১০.৫৫ শতাংশ। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশী আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী ও সাগর থেকে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

- Hilsha Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বঙ্গোপসাগরের ৭,০০০ বর্গ কি.মি. ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ;
- উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন;
- নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন ৩,১৮৮ বর্গ কি.মি. মেরিন রিজার্ভ এলাকা হিসেবে ঘোষণা;
- ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ আহরণের ওপর ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;
- ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের (Alternative Income Generation) মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।
- মাছ আহরণে অবৈধ জালের অপব্যবহার নির্মূল করতে "স্পেশাল কম্বিং অপারেশন" পরিচালনা

উল্লিখিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্মিলিত অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশসাধনে 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০','সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২' এবং 'সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। মৎস্য আহরণ চাপ কমাতে এবং স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বেহুন্দি জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক জাল দ্বারা উপকূলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উপকূলীয় জেলাসমূহে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হচ্ছে ৬.৮৪ লক্ষ মেঃ টন।

প্রাণিসম্পদ

সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১৫৫.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৫.২৬ গুণ বেশি। শিশুদের

দুগ্ধপানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের আবহাওয়া উপযোগী লেয়ার হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন, বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের ফলে ডিম উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ডিমের উৎপাদন হয়েছে ২৪,৪০ কোটি, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৪.০১ গুণ বেশি। গত একযুগে মাংস উৎপাদন ৪.৪৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮৯.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। গবাদিপশুর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রায় ছয় হাজার কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশ এ উন্নীত হয়েছে। খামারির দোরগোঁড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৪৬৪টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। প্রাণি ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন খাতে বিপুল বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ খাতে বর্তমানে প্রায় ৫৬.৯৫ লক্ষ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২.৭২ লক্ষ খামারি, উদ্যোক্তা ও বেকার যুবগোষ্ঠীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকায় নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও প্রান্তিক পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৭-এ দেখানো হলো:

সারণি ৭.৭: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
দুধ	লক্ষ মেট্রিক টন	৯৪.০১	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	১৪০.৬৮	১৫০.৪৪	১৫৫.৩৮
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	৭২.০৬	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৮৭.১০	৯২.২৫	৮৯.৫৪
ডিম	কোটি	১৫৫২	১৭১১	১৭৩৬	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩	২৩৭৪.৯৭	২৪৪০

উৎস: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

রোগ প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.৫৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১২.২৪ কোটি গবাদিপ্রাণি-পাখি ও ৯৮,০৯২টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা এবং ১০,২২০টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

কৃষি খাতের সার্বিক বাজেট

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এ খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মোট ২৪,৬৯৫.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ১৭,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে ৬৯৩.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এতদভিন্ন, বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ১৬০.০০ কোটি টাকা। কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের কৃষিব্যবস্থা ‘জীবন নির্বাহী’ কৃষি থেকে ‘বাণিজ্যিক কৃষি’তে রূপান্তরিত হচ্ছে।